রাজ্যের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়েও দেওয়া হবে দুপুরের খাবার

কলকাতার সমাবেশ থেকে ১৭ দফা দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৩রা ডিসেম্বর — প্রাথমিক স্কুলের মতো প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতেও মিড ডে মিল চালুর উদ্যোগ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবিষয়ে আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক কান্তি গাঙ্গুলি। শনিবার রানী রাসমণি রোডে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের কেন্দ্রীয় সমাবেশে তিনি একথা বলেন। এই সমাবেশ থেকে প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত করার দাবি জানানো হয়। দাবি জানানো হয় প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের। সমাবেশে রাজ্যের সমাজকল্যাণমন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনীর সভাপতি ও বিশিষ্ট আইনজীবী সাধন গুপ্ত, প্রতিবন্ধী সাঁতারু মাসুদুর রহমান বৈদ্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বিধানসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেবও উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল প্রতিবন্ধী মানুষকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধীদের সমাজের মূল স্রোতে যুক্ত করার জন্য সক্রিয় ব্যক্তি এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদেরও এদিনের এই সমাবেশে সংর্বধনা জানানো হয়।

সমাবেশে কান্তি গাঙ্গুলি বলেন, রাজ্য সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য বেশ কিছু কর্মসূচী নিয়েছে। কেন্দ্র সরকারী কর্মচারী প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র ও শংসাপত্র দেওয়ার জন্য ব্লকে গিয়ে শিবির করতে চাইছেন না। প্রতিবন্ধী মানুষকে সচেতন, সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হয়েই প্রতিটি জেলায় অধিকার আদায়ের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গাঙ্গুলি আরও বলেন, প্রতিটি ১৭ দফা দাবি। এই দাবিগুলির অন্যতম হলো, কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের প্রতিবন্ধীদের সঠিক সংখ্যা ঘোষণা করতে হবে, লোকাল ট্রেনে প্রতিবন্ধীদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ দিতে হবে, সমস্তরকম প্রতিবন্ধীদের সুষ্ঠু পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ ধরনের শয্যার ব্যবস্থাসহ শয্যা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতালে শ্রবণ সহায়কযন্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা করাসহ স্পিচ থেরাপি ইউনিটের ব্যবস্থা করতে হবে, মানসিক

অনুষ্ঠানে মূকাভিনয় করে দেখাচ্ছেন প্রতিবন্ধী শিল্পীরা। শনিবার রানী রাসমণি রোডে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে।

কিশোরীদের সমন্বিত শিক্ষার আওতায় আনতে হবে এবং স্বর্ণজয়ন্তী স্ব-রোজগার যোজনায় প্রতিবন্ধী কল্যাণে ব্যয়ের জন্য প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে বরাদ্দ তিন শতাংশ অর্থ প্রতিবন্ধী কল্যাণেই খরচ করতে হবে।

সমাবেশে শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জীবনে সাফল্যের জন্য আইনজীবী কাঞ্চন গাবা, সাঁতারু প্রশান্ত কর্মকার, জিমন্যাস্ট অশান্ত বর, সঙ্গীত শিল্পী রেনুকা চৌধুরী, নাট্যকার নিখিল দত্তসহ বিভিন্ন ব্যক্তিকে স্মারক উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়।

অন্যদিকে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতী প্রতিবন্ধীদের পুরস্কার দেওয়ার জন্য এদিন রাজ্যের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগেও এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার বিকেলে শিশির মঞ্চে ঐ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী বলেন, আজ ভারত চাঁদে মানুষ পাঠাতে চলেছে। এই ভারতের মাটিতেই কি প্রতিবন্ধীদের জন্য পথ করে দেওয়া সম্ভব হবে না? প্রতিবন্ধীরা করুণা চান না। তাঁদের প্রয়োজন ব্যবহারিক সহযোগিতা, শিক্ষা ও চাকরি। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী, দপ্তরের বিভাগীয় সচিব এস এন হক, সমাজকল্যাণ অধিকর্তা কে পি সিনহা ও আরও অনেকে।

কিছু কর্মসূচি নিয়েছে। জেলা সদর হাসপাতালগুলির বদলে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক থেকেই প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র এবং মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। কিন্তু চিকিৎসকদের একটি অংশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের এক অংশের হবে। গাঙ্গুলি আরও বলেন, এতদিন প্রতিবন্ধীদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকরা অনিয়মিত বেতন পেতেন। এই শিক্ষকরা যাতে মাসের শুরুতে বেতন পান, সে বিষয়েও রাজ্য সরকার উদ্যোগ নিচ্ছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের এই সমাবেশ থেকে তোলা হয়েছে মোট জন্য সরকারি উদ্যোগে যথোপযুক্ত কর্মভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, স্বাস্থ্য দপ্তর ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত প্রতিবন্ধীকে পরিচয়পত্র ও মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেওয়ার কাজ শেষ করতে হবে, রাজ্যের প্রতিটি সরকারী হাসপাতালে প্রতিবন্ধীদের প্রতিবন্ধীদের জন্য জেলা সরকারি হাসপাতালগুলিতে ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নসহ সেখানে সাধারণ বিদ্যালয়ের মতো বিনামূল্যে বইসহ শিক্ষা বিষয়ক সরঞ্জাম সরবরাহ করতে হবে, সমস্ত প্রতিবন্ধী শিশু, কিশোর- এই অনুষ্ঠানেই কাঞ্চনলতা চন্ডী লাহিড়ী, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা অর্ধেন্দু বিশ্বাস, অধ্যাপক সুশান্ত ভৌমিক, নদীয়া জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রাজেশ পাণ্ডে এবং কোচবিহার জেলার জেলাশাসক রবীন্দ্র সিং প্রমুখকে প্রতিবন্ধীদের স্বার্থরক্ষায় বিভিন্ন কাজের জন্য সম্মান জানানো হয়।

Close

Print